রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ৭, ২০২৪

৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।

খাদ্য অধিদপ্তর
তদন্ত ও মামলা শাখা, প্রশাসন বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ০৭ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি.

নং ১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.০০৯.২৩.৮১৯—যেহেতু, জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, খাদ্য পরিদর্শক (সাময়িক বরখাস্ত) ও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বোনারপাড়া এলএসডি, গাইবান্ধা হিসেবে কর্মকালে অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ/২০২২ মৌসুমে তার অধীন বোনারপাড়া এলএসডি হতে নারায়ণগঞ্জ সিএসডিতে পুরাতন ও খাদ্য বিভাগের বহিরাগত বস্তায় (আপেল মার্কা ও ছেড়া-ফাঁটা বস্তা) বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল প্রেরণ করেন। বিষয়টি তদন্তে সঠিক মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তাকে ব্যাখ্যা তলব করা হলে তিনি ব্যাখ্যা তলবের জবাব দাখিল করেননি; এবং

২। যেহেতু, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, গাইবান্ধা কর্তৃক মৌখিক জিজ্ঞাসাবাদকালে তিনি স্বীকার করেন যে, নারায়ণগঞ্জ সিএসডিতে প্রেরিত চালের অধিকাংশ ট্রাক গুদামের বাহির হতে এবং অবশিষ্ট ট্রাক গুদামের ভিতর হতে লোড দেওয়া হয়েছে। যা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, গাইবান্ধার প্রেরিত পত্র হতে জানা যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বিধি বহির্ভূতভাবে সরাসরি মিল হতে নারায়ণগঞ্জ সিএসডিতে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল প্রেরণ করেছেন; এবং

৩। যেহেতু, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, গাইবান্ধা কর্তৃক ০১-০৬-২০২২ খ্রি. এর ১৩.০৮.৩২০০.০০২.২৭.০২২.১৬.১২৮২ নং স্মারকে গঠিত সিআরটিসি, ডিআরটিসি ও আইআরটিসি সূচিমূলে ট্রাকে খাদ্যশস্য বোঝাই কমিটির সদস্য ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে তিনি পুরাতন ও খাদ্য বিভাগের বহিরাগত বস্তায় (আপেল মার্কা ও ছেঁড়া-ফাঁটা-বস্তা) বিনির্দেশে বহির্ভূত চাল বোনারপাড়া এলএসডি হতে নারায়ণগঞ্জ সিএসডিতে প্রেরণ করেন; এবং

৪। যেহেতু, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর এর ১১-০৮-২০২২ খ্রি. এর ১০৫১ নং স্মারকের বদলি আদেশ অনুযায়ী নব যোগদানকৃত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে না দিয়ে তিনি গত ১৮-০৮-২০২২ খ্রি. সন্ধ্যায় এলএসডির তালা-চাবি অরক্ষিত অবস্থায় রেখে এলএসডি প্রাঙ্গন হতে পলায়ন করেন; এবং

৫। যেহেতু, তার কর্মকালীন বোনারপাড়া এলএসডি, সাঘাটা, গাইবান্ধার ০১-০৭-২০২০ খ্রি. হতে ১৮-০৮-২০২২ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ১ নং আপত্তি অনুযায়ী, গুদামে চালের মজুদ যাচাইকালে ২৪৬৫ বস্তায় (৩০ কেজি ধারণক্ষম ২৩৪৫ বস্তা ও ৫০ কেজি ধারণক্ষম ১২০ বস্তা) ৭৬.৩৫০ মে. চালের কম মজুদ পাওয়া যায়। ফলে সরকারের ৩৬.০৮.২৭৫.১২ (ছত্রিশ লক্ষ আট হাজার দুইশত পঁচাত্তর দশমিক এক দুই) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় (প্রতি মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্য ৪৭,২৫৯.৬৬১ টাকা হিসেবে); এবং

৬। যেহেতু, বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ২ নং আপত্তি অনুযায়ী, গুদামে ধানের মজুদ যাচাইকালে ৫০ কেজি ধারণক্ষম ৬১৫ বস্তায় ২৪.৬০০ মে. টন ধানের কম মজুত পাওয়া যায়। ফলে সরকারের ৬,৬৪,২০০.০০ (ছয় লক্ষ চৌষট্রি হাজার দুইশত) টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় (প্রতি মে. টন ধানের অর্থনৈতিক মূল্য ২৭,০০০/- হিসাবে); এবং

৭। যেহেতু, বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ৩ নং আপত্তি অনুযায়ী, গুদামের গমের মজুদ যাচাইকালে ৫০ কেজি ধারণক্ষম ১৫ বস্তায় ০.৭৫০ মে. টন গমের কম মজুত পাওয়া যায়। ফলে সরকারের ২৫,২৫৩.১০ (পঁচিশ হাজার দুইশত তিপ্পান্ন দশমিক এক শূন্য) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় (প্রতি মে. টন গমের অর্থনৈতিক মূল্য ৩৩,৬৭০,৮০৩ টাকা হিসেবে); এবং

৮। যেহেতু, বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ৪ নং আপত্তি অনুযায়ী, গুদামে ৫০ কেজি ধারণক্ষম বস্তার মজুত যাচাইকালে ৪০০০ খানা খালি বস্তা কম মজুত পাওয়া যায়। ফলে সরকারের ৪,৮০,০০০ (চার লক্ষ আশি হাজার) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় (৫০ কেজি ধারণক্ষম বস্তার অর্থনৈতিক মূল্য ১২০/- হিসেবে); এবং

৯। যেহেতু জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান খান, খাদ্য পরিদর্শক (সাময়িক বরখাস্ত) ও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বোনারপাড়া এলএসডি, গাইবান্ধা (৩৬,০৮,২৭৫.১২+৬,৬৪,২০০+২৫,২৫৩.১০ +৪,৮০,০০০) টাকা= ৪৭,৭৭,৭২৮.২২ (সাতচল্লিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার সাতশত আটাশ দশমিক দুই দুই) টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন করেছেন, যা দণ্ডমূলক দ্বিগুণহারে ৯৫,৫৫,৪৫৬.৪৪ (পঁচানব্বই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশত ছাপান্ন দশমিক চার চার) টাকা তার নিকট হতে আদায় যোগ্য; এবং

১০। যেহেতু, উল্লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) মোতাবেক 'অসদাচারণ' ও দুর্নীতি এর অভিযোগে খাদ্য অধিদপ্তরের ২০-০২-২০২৩ খ্রি. এর ১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.০০৯.২৩.১৬৭ নং স্মারকে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। তিনি বিভাগীয় মামলার জবাব দাখিল করেননি; এবং

১১। যেহেতু, আনীত বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদন্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য জনাব কাজী সাইফুদ্দিন, প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়াকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ কাজী সাইফুদ্দিন, প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

১২। যেহেতু, নথিতে সংরক্ষিত সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র ও তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ অর্থাৎ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, গাইবান্ধা কতৃক গঠিত খাদ্য শস্য বোঝাই কমিটির সদস্য হিসেবে বোনারপাড়া এলএসডি হতে নারায়ণগঞ্জ সিএসডিতে প্রেরিত চালের অধিকাংশ ট্রাক বিধিবহির্ভুতভাবে গুদামের বাহির হতে লোড দিয়ে খাদ্য বিভাগের বহিরাগত ছেঁড়া, ফাটা ও আপেল মার্কা যুক্ত বস্তায় চাল প্রেরণ এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর এর বদলির আদেশ অনুযায়ী নবাগত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে না দিয়ে এলএসডির তালা চাবি অরক্ষিত অবস্তায় রেখে পলায়ন বিষয়ক অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। এছাড়া, বিশেষ হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন মোতাবেক সর্বমোট ৪৭,৭৭,৭২৮.২২ (সাতচল্লিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার সাতশত আটাশ দশমিক দুই দুই) টাকা আর্তিক ক্ষতি দ্বিগুণহারে ৯৫,৫৫,৪৫৬.৪৪ (পঁচানব্বই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশত ছাপ্পান্ন দশমিক চার চার) টাকা তার নিকট হতে আদায়যোগ্য মর্মে প্রমাণিত হয়। অর্থ্যাৎ, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) মোতাবেক 'অসদাচারণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তকে উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

১৩। যেহেতু, উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে অভিযুক্তকে দ্বিতীয় কারণ দর্শনো নোটিশ তার স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। উক্ত দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ তিনি প্রাপ্ত না হওয়ায় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুরকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশটি বাহক মারফত অভিযুক্তের নিকট পৌছানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর দ্বিতীয় কারণ দর্শনো নোটিশ অভিযুক্তের অনুপস্থিতির কারণে অভিযুক্তের পিতার নিকট বাহক মারফত প্রেরণ করেন। অভিযুক্ত জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, খাদ্য পরিদর্শক (সাময়িক বরখাস্ত) ও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বোনারপাড়া এলএসডি, গাইবান্ধা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি; এবং

১৪ যেহেতু, জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, খাদ্য পরিদর্শক (সাময়িক বরখাস্ত) ও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বোনারপাড়া এলএসডি, গাইবান্ধা এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে বর্ণিত 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে অভিযুক্ত কর্তৃক সংঘটিত সরকারি আর্থিক ক্ষতির দন্ডমূলক দ্বিগুণহারে ৯৫,৫৫,৪৫৬.৪৪ (পঁচানব্বই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশত ছাপ্পান্ন দশমিক চার চার) টাকা আদায়সহ 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রামিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়; এবং

১৫। যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোঃ জিয়াউর রহামান, খাদ্য পরিদর্শক (সাময়িক বরখাস্ত) ও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বোনারপাড়া এলএসডি, গাইবান্ধা জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী ১০ম গ্রেডের গেজেটেড কর্মকর্তা। তার বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করা হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ১১-০৭-২০২৪ খ্রি. এর ৮০.০০.০০০০.১০১.৩৪.০০৪.২৪-১৬৬ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খালা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী তাকে **'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ'** সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন;

১৬। সেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, খাদ্য পরিদর্শক (সাময়িক বরখাস্ত) ও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বোনারপাড়া এলএসডি, গাইবান্ধা এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে তাকে নিম্নোক্ত দণ্ড আরোপ করে বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো:

(ক) জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, খাদ্য পরিদর্শক (সাময়িক বরখাস্ত) ও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বোনারপাড়া এলএসডি, গাইবান্ধা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী 'চাকরি' হতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো; এবং

(খ) তাকে সরকারি আর্থিক ক্ষতির দণ্ডমূলক দ্বিগুণহারে ৯৫,৫৫,৪৫৬.৪৪ (পঁচানব্বই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশত চাপ্পান্ন দশমিক চার চার) টাকা এই প্রজ্ঞাপন জারির ০৩(তিন) মাসের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হলো। যথাসময় উক্ত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করা হলে সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

১৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আব্দুল খালেক
মহাপরিচালক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল।
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

অধিগ্রহণ মামালা নম্বর-০৭/২০১৪-১৫

ফরম-ঘ

'ঘোষণা'
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল (ভূমি অধিগ্রহণ শাখা) অধিগ্রহণ মামলা নম্বর-০৭/২০১৪-১৫ ফরম-ঘ 'ঘোষণা' [স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর ১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এ মর্মে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর ১১(২) (১৯৮২সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১১(১) ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে মর্মে অনুমিত হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত আইনের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের নিকট অর্পিত হলো।

জমির তফসিল

জেলা: টাঙ্গাইল, উপজেলা গোপালপুর, মৌজাঃ নারুচি, এল নং-১৩৭

দাগ নং (এস.এ)	জমির শ্রেণি	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৩৮৬৪	নাল	০.২৩০০
৩৮৫৬	নাল	০.০১০০
৩৮৫৭	নাল	০.০১০০
৩৮৯২	নাল	০.২২০০
৩৮৬২	নাল	০.২৫০০
৩৮৬৩	নাল	০.২৪০০
৩৮৫৫	নাল	০.৫১০০
৩৮৫৯	নাল	০.০১০০
৩৮৬০	নাল	০.০১০০
৩৮৬১	নাল	০.০১০০
	অধিগ্রহণকৃত মোট জমির পরিমাণ =	১.৫০০০ একর

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ।
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা

ভূমি অধিগ্রহণ কেস নং-০৫/২০২২-২৩

ফরম-ঘ (৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

(ঘোষণ)
[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ১১ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত আইনের ১৩ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পতি বাধ্যতামূলভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

জেলা: নওগাঁ, উপজেলা নিয়ামতপুর, মৌজাঃ অমরসিংহপুর, জেএল নম্বর-২৬৩

খতিয়ান নং (আরএস)	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১২১	৪৬৬	০.২৩	০.০৪৪০
৮৪	৪৬৭	০.৯৫	০.০১৭০
৮৮	৪৬৮	০.১০	০.০৯৯০
২৬	৪৭১	০.১৫	০.১৫০০
৮৪	৪৭২	০.৩৩	০.০৭৯০
১২৬	৪৭৩	০.৩৯	০.২৩৭০
১৫৭	৪৭৫	০.৯৪	০.২৯৩০
১৭	৪৭৬	০.৩৪	০.০৯৩০
১০১	৪৮২	২.০৬	০.২৫০০
১২৯	৪৮৪	০.৮০	০.০৭৭০
৮৪	৫১৫	০.১২	০.০২৩০
১৫৭	৫১৬	০.২৬	০.০১৬০
			মোট জমি = ১.৩৭৮০ একর

জেলা: নওগাঁ, উপজেলা মান্দা, মৌজা: বিলশ্রীকলা, জেএল নম্বর-১৪৭

খতিয়ান নং (আরএস)	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৪৭	১৬	০.২৬	০.০৪১
৫৬	২২	০.০৮	০.০৫২
৩৬	২৮	০.৯১	০.৩৮২
৬১	২৫	০.৫৭	০.০০৪
১০	২৬	০.৮৭	০.১৩৯
৪৪	৭১	০. ৭৯	০.০৪১
		মোট =	০.৬১৯০ একর

অমরসিংহপুর মৌজায় ১.৩৭৮০ একর এবং বিলশ্রীকলা ০.৬১৯০ একর

দুইটি মৌজায় সর্বমোট = ১.৯৯৭০ একর

মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নড়াইল।
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ : ০৯ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিঃ

নং **০৫.৪৪.৬৫০০.২০৫.০৪.০২৩.২৪-৩০৯(৫)**—আমি শারমিন আক্তার জাহান, জেলা প্রশাসক, নড়াইল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৪ জুন, ১৯৮৪ তারিখের সিডি/ডিএ-১/১২(৪)/৮৪-২২৩(৭০) নম্বর স্মারকের ক্ষমতাবলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নড়াইল এর ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা জনাব গালিব মাহমুদ পাশা (পরিচিতি নম্বর-১৮৫০৫) কে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা অর্পণ করলাম:

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ২(৫) এবং ৪০ ও ৪১ ধারা অনুসারে জেলা প্রশাসকের পক্ষে দায়িত্ব সম্পাদন করার ক্ষমতা অর্পণ করলাম।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শারমিন আক্তার জাহান
জেলা প্রশাসক।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ঝিকরগাছা, যশোর।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ৩০ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.৪৪.৪১২৩.০০০.১৪.০০২.২৪-১২১৫(০৮)**—অদ্য ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ/৩০ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৫(২) মতে আমার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি ভূপালী সরকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঝিকরগাছা, যশোর এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছি যে, যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার ০৮ নং নির্বাসখোলা ইউনিয়ন পরিষদের ০২ নং ওয়ার্ড সংরক্ষিত আসনের সদস্য মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম, স্বামী-মোঃ মোমিনুল আজম (মিন্টু), গ্রাম-বাউসা দক্ষিণপাড়া গত ০৫ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ শনিবার মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

অতএব, উক্ত সদস্যের মৃত্যুজনিত কারনে একই আইনের ৩৫(১)(ঙ) মতে তার মৃত্যুর তারিখ অর্থ্যাৎ ০৫ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হতে ০৮ নং নির্বাসখোলা ইউনিয়ন পরিষদের ০২ নং ওয়ার্ড সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদটি শূন্য ঘোষণা করলাম।

ভূপালী সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ৩১ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৬ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.৪৫.৬১৯৪.০০০.৪৩.০০১.২২-৮৭৯**—এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার বালিপাড়া ইউনিয় পরিষদের সাধারণ আসনের ০৬ নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য জনাব মোঃ রুস্তম আলী, পিতা-ছমেদ আলী, মাতা-জেলেখা খাতুন, গ্রাম-দক্ষিণ বালিপাড়া, পোঃ বালিপাড়া, ওয়ার্ড নং -০৬, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ গত ১০-১০-২০২৪ খ্রি. তারিখে মৃত্যুবরণ (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) করায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫ ধারা অনুসারে আমি জুয়েল আহমেদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ উক্ত আইনের, ৩৫ এর উপ-ধারা ১ (ঙ) ও ২ অনুযায়ী আমার অর্পিত ক্ষমাতাবলে ময়মনসিংহ জেলাধীন ত্রিশাল উপজেলার বালিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ আসনের ০৬ নং ওয়ার্ডের সদস্য পদটি ১০-১০-২০২৪ খি. তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

জুয়েল আহমেদ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

খাদ্য অধিদপ্তর
তদন্ত ও মামলা শাখা, প্রশাসন বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি.

নং **১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.১১৪.২৩.৮৮৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ সাহাদাত হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চরশশীভূষণ এলএসডি, চরফ্যাশন, ভোলা (প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পটুয়াখালী সদর এলএসডি, পটুয়াখালী) ইতোপূর্বে ০৯-০৪-২০ খ্রি. হতে ২৪-১০-২২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পটুয়াখালী সদর এলএসডি, পটুয়াখালী হিসেবে কর্মকালে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পটুয়াখালী কর্তৃক ১২-০৪-২০২২ খ্রি. তারিখে পটুয়াখালী সদর এলএসডি পরিদর্শনকালে উক্ত এলএসডিতে রেকর্ড বহির্ভূত অতিরিক্ত ৩৭৪·০৯৪ মে.টন চাল মজুত পাওয়া যায়।

২। যেহেতু, এলএসডির খামাল কার্ডভিত্তিক তথ্য নিম্নরূপ :

গুদাম নং	খামাল গঠন ও বিলির তারিখ	তারিখ	এলইউএ নং	ডিও/ইনভয়েস নং	প্রাপ্তির পরিমাণ	বিতরণের পরিমাণ	মন্তব্য
গুদাম নং-০৯ (বোরো/২১)	চা-৬৭/৯০৮৯৯১/ ২০২১-২২	২৩-০২-২০২২ খ্রি. হতে ২৫-০২-২০২২ খ্রি. এবং ০৫-০৩-২০২২ খ্রি. থেকে ১৫-০৩-২০২২ খ্রি.	৫৯৩০৭৬২, ৫৯৩০৭৮৫	৫৯৩০৮৫০-৮৫৫, ৬৭৯৭৮৭১-৮৮০, ৫৯৩০৮৬১-৮৭২, ৬৭৯৭৮৮৫-৮৯৩, ৬৭৯৭৮৯৪-৯০০, ৬৭৭১৫৫১-৫৫৭, ৫৯৩০৯০০-৯১১, ৬৭৭১৫৬৫-৫৭৬	৯৮·৮১৬ মে. টন	৯৮·৭১৬ মে. টন	মোট মজুত শূন্য

গুদাম নং	খামাল গঠন ও বিলির তারিখ	তারিখ	এলইউএ নং	ডিও/ইনভয়েস নং	প্রাপ্তির পরিমাণ	বিতরণের পরিমাণ	মন্তব্য
গুদাম নং-০৯ (আমদানিকৃত চাল)	চা-৫৬/৯০৮৯৭৭/২০২১-২২	০৬-০২-২০২২ খ্রি. থেকে ০৮-০২-২০২২ খ্রি. এবং ১৫-০৩-২০২২ খ্রি.	৫৯৩০৬৫৭, ৫৯৩০৬৫৮, ৫৯৩০৬৬১	৬৭৭১৫৭৬-৩৭৭১৬৪২	১২১·৮০০ মে. টন	১২১·৫৬৯ মে. টন	মোট মজুত শূন্য
গুদাম নং-০৯ (আমদানিকৃত চাল)	চা-৫৭/৯০৮৯৭৮/২০২১-২২	০৮-০২-২০২২ খ্রি. হতে ১০-০২-২০২২ খ্রি. এবং ১৫-০৩-২০২২ খ্রি.	৫৯৩০৬৬১, ৫৯৩০৬৭৬	৬৭৭১৬৪২-৩৭৭১৬৭১	১২৯·৩০০ মে. টন	১২৯·০৫৫ মে. টন	মোট মজুত শূন্য
গুদাম নং-০৪ (আমদানিকৃত সিদ্ধচাল)	চা-৫৮/৯০৮৯৭৯/২০২১-২২	১০-০২-২০২২ খ্রি. হতে ১২-০২-২০২২ খ্রি. এবং ১৫-০৩-২০২২ খ্রি. ও ১৬-০২-২০২২ খ্রি.	৫৯৩০৬৭৭ ও ৫৯৩০৬৭৯	৬৭৭১৬৭১-৩৭৭১৬৮৪, ৬৭৭১৬৯৯-৩৭৭১৭০০, ৬৭৭১৮৫১-৬৭৭১৮৫৮, ৬৭৭১৮৫১-৬৭৭১৮৫৮, ৬৭৭১৬৮৬-৬৭৭১৬৮৯	১৩৪·২৫০ মে. টন	১৩৩·৯৯৫ মে. টন	মোট মজুত শূন্য

অর্থাৎ তিনি মোট চারটি খামাল হতে ১৫-০৩-২০২২ ও ১৬-০৩-২০২২ খ্রি. তারিখে বিভিন্ন ডিও মূলে প্রাপককে ৩৭৪·০৯৪ মে. টন চাল বিতরণ দেখিয়ে উক্ত চাল গুদামে মজুত রাখেন। অর্থাৎ মোট মজুত শূন্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি আত্মসাৎ করার বা অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে রেকর্ড মোতাবেক বিলিকৃত ডিও এর বিপরীতে হিসাব বহির্ভূত ৩৭৪.০৯৪ মে. টন চাল গুদাম মজুত রাখেন।

৩। যেহেতু, জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী কমিটির মাধ্যমে উক্ত ঘটনার তদন্ত সম্পাদনপূর্বক স্বীয় মতামতসহ কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন ০৫-০৬-২০২২ খ্রি. এর ৩৪৮ নম্বর স্মারকে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন। কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন ও জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী এর মতামত অনুযায়ী অভিযুক্ত জনাব মোঃ সাহাদাত হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চরশশীভূষণ এলএসডি, চরফ্যাশন, ভোলা (প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পটুয়াখালী সদর এলএসডি, পটুয়াখালী) পটুয়াখালী সদর এলএসডিতে গত ১৭ মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখে Back Date-এ এলইউএ ইস্যু করেন এবং এলইউএভুক্ত চাল বিলিকৃত মর্মে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করেন। তার উক্ত প্রতিটি কার্যক্রমের ক্ষেত্রেই সচিবালয় নির্দেশমালা ও সরকারি পরিপত্রসহ বিধি বিধান প্রতিপালনে ব্যত্যয় অর্থাৎ অনিয়ম করেছেন। কাবিখা খাতের খাদ্য শস্য (Back Date-এ ইস্যুকৃত এলইউএভুক্ত) বিতরণের সময়সীমা শেষ হওয়ার ১৫ দিন পর ৩১-০৩-২০২২ খ্রি. তারিখে ২৫ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলেও দ্রুততম সময়ের মধ্যে উক্ত খাদ্যশস্য সিপিসিদের অনুকূলে বিতরণে তার আন্তরিকতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া রেজিস্টারে বিলি দেখানোর পরও ডিও/এলইউএভুক্ত চাল দীর্ঘদিন গুদামে মজুত রাখা তার অসদাচরণ ও দুর্নীতির পরিচায়ক; এবং

৪। যেহেতু, উপর্যুক্ত কারণে অভিযুক্ত জনাব মোঃ সাহাদাত হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চরশশীভূষণ এলএসডি, চরফ্যাশন, ভোলা (প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পটুয়াখালী সদর এলএসডি, পটুয়াখালী) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও (ঘ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়। অভিযুক্তের বিভাগীয় মামলার জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানি পর্যালোচনান্তে এই ঘটনা প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

৫। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত জনাব মোঃ সাহাদাত হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চরশশীভূষণ এলএসডি, চরফ্যাশন, ভোলা (প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পটুয়াখালী সদর এলএসডি, পটুয়াখালী) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের মধ্যে রেজিস্টারে বিলি দেখানোর পরেও বিলিকৃত চাল গুদামে মজুত রাখা বিষয়ক অভিযোগের বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায় তিনি খাদ্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে মাঠ প্রশাসনের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মৌখিক নির্দেশ পালন করেছেন। তবে এ বিষয়টি তিনি তার খাদ্য বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে জানাননি। বিষয়টি 'অসদাচরণ' মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন। তবে এ ঘটনায় 'দুর্নীতি' এর অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু বিধি ৩ এর (ঘ) মোতাবেক 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৬। সেহেতু, জনাব মোঃ সাহাদাত হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চরশশীভূষণ এলএসসি, চরফ্যাশন, ভোলা (প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পটুয়াখালী সদর এলএসডি, পটুয়াখালী) এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলার অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্তের বিভাগীয় মামলার জবাব, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় বর্ণিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

(ক) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) অনুযায়ী জনাব মোঃ সাহাদাত হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চরশশীভূষণ এলএসডি, চরফ্যাশন, ভোলা (প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পটুয়াখালী সদর এলএসডি, পটুয়াখালী) এর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হলো।

৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

মোঃ আব্দুল খালেক
মহাপরিচালক।

শ্রম অধিদপ্তর
প্রশাসন/সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৭ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪০.০২.০০০০.০৩১.৪৫.০১৬.০৪.৩০৪**—শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন "শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম আদালত এবং আপিল ট্রাইব্যুনাল (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২" এর ০৭ এর ১, ৩(ক) এবং ৪ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে 'জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা' পদোন্নতি প্রাপ্ত পদে যোগদানের তারিখ থেকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে চাকরি স্থায়ী করা হলো :

ক্র/নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল	জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা পদে যোগদানের তারিখ	স্থায়ীকরণের তারিখ
০১.	মোসাঃ খাদিজা খানম জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর। (সংযুক্ত: শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা)	৩১-০৭-২০১৬	৩১-০৭-২০১৬

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন
পরিচালক (প্রশাসন)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঝিনাইদহ
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর আওতায়
অধিগ্রহণ কেস নং ০২/২০২১-২০২২
ফরম ঙ
(৬নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১৪(১) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, নিম্নোক্ত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষিতে প্রাক্কলন প্রেরণের তারিখ হতে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ৮ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী উল্লিখিত সময়সীমা ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থা ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির অর্থ প্রদান বা জমা করেনি বিধায় স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ১৪ ধারার (১) উপ-ধারা মোতাবেক বাতিলযোগ্য এবং ইহার জন্য উক্ত সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থবান ব্যক্তিগণ দায়ী নয়।

সেহেতু, এক্ষণে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ১৪ ধারার (১) উপ-ধারা অনুসারে ঘোষণা করছি যে, ২৩-১০-২০২৪ খ্রি. তারিখ হতে নিম্নোক্ত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে গৃহীত অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যধারা বাতিল করা হলো :

তফসিল
জেলা: ঝিনাইদহ, উপজেলা: শৈলকুপা, মৌজা: ৯৮নং মালথিয়া

আরএস খতিয়ান নং	আর.এস. দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১৭০/১	৭২২৯	০.০৪০০
১৮৬৪	৭২২৪	০.২৫০০
৩৯৫	৭২২৫	০.২০৫০
৯৩৩	৭২২৭	০.২৭০০
১৪১৪	৭২২৮	০.০৬৫০
৮৮৭	৭২৮৫	০.০৪৫০
৬৮৪	৭২৮৬	০.০৬০০
১৯০৪	৭২৮৭	০.২৪০০
৫২৫	৭৩৪৭	০.০৫০০
২০৮৫	৭৩৪৫	০.১৬০০
১৪৫৭	৭৩৪৬	০.১০০০
৬১৪	৭৩৪৪	০.২০০০
১/১	৭৩০৯	০.০৫৫০
৮৩১	৭৩১১	০.০৩৫০
৮৩২	৭৩১০	০.০৬৫০
১৬৭৯	৭৩১২	০.০৩৫০
৭৩০	৭৩০৪	০.১৮৫০
৫৬৭	৭৩০৬	০.১৫০০
২৩৯৪, ২৩৯৫, ২৩৯৬	৭৩০৭	০.৩১০০
	মোট জমি	**২.৫২০০ একর**

মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল
জেলা প্রশাসক।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর আওতায়
অধিগ্রহণ কেস নং ০৪/২০২২-২০২৩
ফরম ঙ
(৬নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১৪(১) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, নিম্নোক্ত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষিতে প্রাক্কলন প্রেরণের তারিখ হতে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ৮ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী উল্লিখিত সময়সীমা ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থা ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির অর্থ

প্রদান বা জমা করেনি বিধায় স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ এর ১৪ ধারার (১) উপ-ধারা মোতাবেক বাতিলযোগ্য এবং ইহার জন্য উক্ত সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থবান ব্যক্তিগণ দায়ী নয়।

সেহেতু, এক্ষণে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ১৪ ধারার (১) উপ-ধারা অনুসারে ঘোষণা করছি যে, ২৩-১০-২০২৪ খ্রি. তারিখ হতে নিম্নোক্ত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে গৃহীত অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যধারা বাতিল করা হলো :

তফসিল

জেলা: ঝিনাইদহ, উপজেলা: কালীগঞ্জ, মৌজা: পাইকপাড়া, জে.এল নং: ১৪

আরএস খতিয়ান নং	আর.এস. দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৪৬, ৬৫২	৯০৬	০.২০০০
৩৩২	৯০৭	০.১৮০০
২০, ৭৩৩	৯০৮	০.০৯০০
১৬৮	৯০৯	০.১১০০
১১১	৯১০	০.২১০০
১১১	৯১২	০.২২০০
৩৩০/১	৯১৩	০.২৬০০
১৮২, ৫১৩, ৫০৪, ৬৮৯, ৫১৪	৯১৪	০.৫৪০০
৩৩০, ৪৫৯, ৬৩৩, ৪৯৩, ৪৬০	৯১৫	০.২৬০০
১১১	৯১৬	০.২১০০
১৬৪	৯১৭	০.২১০০
৬২	৯১৯	০.৫০০০
৩৩০, ৪৫৯, ৬৩৩, ৪৯৩, ৪৬০	৯২০	০.২৪০০
৩১৮, ৪৫৮, ৪৫৯	৯২১	০.১৮০০
৩১৮, ৫১৩, ৫৪৯, ৫৪০, ৫১৪	৯২২	০.৬৪০০
৩৩০, ৪৫৯, ৬৩৩, ৪৯৩, ৪৬০	৯২৩	০.৬২০০
মোট জমির পরিমাণ		**৪.৬৭০০ একর**

উপজেলা: কালীগঞ্জ, মৌজা: ফয়লা, জে.এল নং: ২৯

আরএস খতিয়ান নং	আর.এস. দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১০১	৪৬০	০.১৭০০
৩৩৮	৪৬১	০.১৭০০
১০০১, ১১৯৭	৪৬২	০.১৪০০
৫৩, ১১৯৭, ১৭০৬	৪৬৪	০.১৩০০
৩৩৮	৪৬৫	০.১৪০০
৮৭৬	৪৬৬	০.১৪০০
৬৪৫, ৬৫৬, ১২০৮	৪৬৭	০.১০০০
মোট জমির পরিমাণ =		০.৯৯০০
সর্বমোট জমির পরিমাণ =		৫.৬৬০০ একর

মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা।
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

অফিস আদেশ

তারিখ : ০৮ কার্তিক ১৪৩১/২৪ অক্টোবর ২০২৪

নং **৩১.৪৪.৮৭০০.০০৮.১৮.০১১.২৪.৩৪৭**—ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত নিম্নলিখিত আইন ও অধ্যাদেশ সমূহের আওতায় সাতক্ষীরা জেলায় গৃহীত, চলমান ও সৃজিত ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন ও ক্ষতিপূরণের চেকে স্বাক্ষর প্রদান করার জন্য এ কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা জনাব এস. এম. আকাশ (পরিচিতি নং-১৯২৮৩) কে এতদ্বারা ক্ষমতা প্রদান করা হলো :

আইন/অধ্যাদেশ	ক্ষমতা প্রদানের উৎস
'সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮'	ধারা-২ (i)
'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২'	ধারা-২ (খ)
'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭'	ধারা-২ (৫)

২। জনস্বার্থে প্রদত্ত এ আদেশ ২৩ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি: হতে কার্যকর মর্মে গণ্য হবে।

মোস্তাক আহমেদ
জেলা প্রশাসক।